রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান

কাজী জহিরুল ইসলাম

দেশের রাজনীতি এখন খুব সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছে। নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের চারজন উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং সিভিল প্রসাশনকে সহায়তার জন্য দেশে সেনামোতায়েন এই সঙ্কট এবং শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। তারপরেও হতাশ হলে চলবে না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে সব সমস্যারই সমাধান আছে। ১৪ কোটি মানুষের দেশ কখনোই কয়েকজন মানুষের হাতের পুতুল হতে পারে না।

আমাদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। আর সে জন্য প্রয়োজন দেশে অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা। এই কাজটি করতে সবাইকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে। সন্দেহ নেই উপদেষ্টাদের পদত্যাগ গত কয়েকদিনের অগ্রযাত্রায় একটি বিরাট ছন্দপতন। তাদের শূন্যস্থান পূরণ বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খুব একটা সহজ কাজ হবে না। যেখানে আমরা একমত হয়ে ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস দিয়ে খুঁজেও নিরপেক্ষ এবং যোগ্য লোক বের করতে পারি না। এমতাবস্থায় সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হবে এই চারজন উপদেষ্টাকেই আবার অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনা। এতে কোন পক্ষেরই আত্মসম্মানে আঘাত লাগার কোন কারণ নেই। মনে রাখতে হবে আমরা যা কিছু করছি দেশের ১৫ বছরের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে অব্যহত রাখার জন্যই করছি। এখন একমাত্র রাষ্ট্রপতিই পারেন তাদেরকে অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনতে। এটাই সবচেয়ে কার্যকর সমাধান। এখানে ইগো-কে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ভোটার লিস্ট নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। নির্বাচন কমিশনের আন্তরিকতাই কেবল এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। প্রয়োজনে আপনারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করুন। বেশি করে লোক নিয়োগ করে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ভোটার লিস্ট সংশোধন করুন। এটা অসম্ভব কোন কাজ না। আমরা ছোটবেলায় ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করেছি। ৪০০ জন লোকের একটি কাজ করতে ২০০ দিন সময় লাগে, সেই কাজ ৭ দিনে শেষ করতে কতজন লোক লাগবে? আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনের সচিব, কমিশনাররাও এই ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করেছেন। সময়ের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সব রাজনৈতিক দলেরই উচিত নির্বাচন কমিশনকে সহযোগীতা করা। মনে রাখতে হবে আন্দোলনের যে কর্মসূচিই দিই না কেন, চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে নির্বাচন। যদি সত্যিই আমরা গণতন্ত্রের পূজারী হই তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহযোগীতা করার কোন বিকল্প নেই। ভবিষ্যতে যাতে ভোটার লিস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরী না হয় সেজন্য একটা পরামর্শ দিতে পারি। প্রতি ৫ বছর পরপর ভোটার লিস্ট হালনাগাদ করা হবে। আর এই কাজটি কোন দলীয় সরকার করবে না। করবে তত্বাবধায়ক সরকার। প্রয়োজনে তত্ববধায়ক সরকারের আয়ু ৩ মাস থেকে বাড়িয়ে ৪ মাস করা যেতে পারে। আগামী নির্বাচনে যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যদি সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেন আমার মনে হয় সংসদে অংশগ্রহনকারী সকল রাজনৈতিক দলই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। তত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজ হলো অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। ভোটার লিস্ট হালনাগাদ করাও নির্বাচন সংশ্লিস্ট একটি কাজ। এই কাজ দলীয় সরকার করলে ভবিষ্যতেও অনুরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হবে। কাজেই এই কাজটিও তত্বাবধায়ক সরকারের প্যাকেজের মধ্যে থাকা উচিত বলে মনে করি।

জাতির সামনে সবচেয়ে বড় হতাশা যেটি, তা হলো, আবারতো সেইসব দূর্নীতিপরায়ন, সন্ত্রাসের মদদদাতারাই কালো টাকা ছড়িয়ে নির্বাচনে জিতে এম পি হবে, মন্ত্রী হবে। সত্যিকারের সৎ, যোগ্য প্রার্থী কি নমিনেশন পাবে? বড় রাজনৈতিক দলগুলো কি সৎ প্রর্থীকে নমিনেশন দেবে? প্রথম আলো'র ১১ ডিসেম্বরের আলপিন সাবেক সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের একটি স্কেচ প্রকাশ করেছে। সেখানে বিভিন্ন কাগজের প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে তার এবং তার ছেলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই চিত্র সারা দেশেই বিদ্যমান। আমরা শামীম ওসমান, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, জয়নাল হাজারী, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, নাসিরুদ্দিন পিন্টু, আলামগীর কবীর, ডাক্তার ইকবাল, সালাহ উদ্দীন কাদের চৌধুরীদের রচিত রূপকথা খবরের কাগজে পড়েছি। শত শত কোটি টাকা লোপাট ও পাচারের ঘটনাও পড়েছি। পড়েছি আমাদের এমপি, মন্ত্রী ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বিদেশ থেকে সিনেমার নায়িকা এনে আনন্দ-ফূর্তি করার ঘটনা। দেশের মানুষ ক্রমশ রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়ছে। অনেকে বলছে 'ভোটই দিব না'। কেন বলছে? বলছে এজন্য যে ভোট দিয়ে আমরা যাদেরকে মন্ত্রী, এমপি বানাই তারা আমাদের দুঃখ বোঝে না। তারা দেশের কষ্ট বোঝে না। তারা বোঝে তাদের আরাম আয়েশ, আমোদ-ফুর্তি আর জাতীয় সম্পদের লুটপাট। মানুষ এখন কেউ খারাপ কাজ করলে তাকে এই বলে গাল দেয়, 'তুইতো দেখি পলিটিশিয়ানদের মতো কাজ করছিস।' এই অবস্থা থেকে রাজনীতিকে বের করে আনতে হবে রাজনীতিবিদদেরই। দেশে কি ভালো, সৎ রাজনীতিবিদ নেই? অবশ্যই আছে। তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের প্রতি অনুরোধ দয়া করে সৎ ও দক্ষ প্রর্থীদের নমিনেশন দিন। বাংলাদেশের মানুষ তাদেরই ভোট দেবে। এদেশের মানুষ আপনাদের মুখের দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে। তাদের হতাশ করবেন না। এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। তারা এখনো স্বপ্ন দেখছে পঙ্খীরাজে চড়ে এক রাজকুমার আসবে। তার ন্যায়ের তরবারী সকল অন্যায় আত্যাচারের শেকড় কেটে দেশকে জঞ্জালমুক্ত করবে। দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সড়কে পা ফেলে এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক মুক্তির মহাসড়কের দিকে। সেই স্বপ্নের রাজকুমার দেশের ৩০০টি আসনের সর্বত্রই আছে। সেই সব সৎ ও দক্ষ মানুষের হাতেই তুলে দিতে হবে আগামীদিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব। আর এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। আপনাদের প্রতি অনুরোধ ১৪ কোটি মানুষের এই স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত করবেন না। তাহলে এর খেসারত আপনাদেরকেই দিতে হবে অনেক চড়ামূল্যে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১১ নভেম্বর, ২০০৬